অমুসলিম পরিবারে
মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ (অব.)
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল
হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭,০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭

www.qrfbd.org
www.youtube.com/QRFTV
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৭
৪র্থ সংস্করণ: মার্চ ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৪৫.০০ টাকা

মুদ্রণ
মিডিয়া প্লাস
কাটাবন, ঢাকা

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	০৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৭
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১১
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২৪
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৫
৭	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে Common sense	২৫
৮	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৬
৯	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী থাকা সম্পর্কিত কুরআনের তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৬
১০	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে কুরআন	৩১
১১	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩৭
১২	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৩৮
১৩	মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড	৪০
	ক. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ডের সামগ্রিক পর্যালোচনা	৪০
	খ. ইসলামের যে বিষয়গুলো মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ও জানান নি	৪৩
	গ. নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার নীতিমালা	৪৫
	ঘ. পরকালে আমলনামায় থাকা নেকী ও গুনাহর ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নাম পাওয়ার নীতিমালা	৪৭
	ঙ. ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড	৪৭
	চ. ইসলাম সম্পর্কে জানতে না পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড	৪৮
১৪	জীবনের কোনো সময়ে ঈমান আনলে ও আমল করলে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা জান্নাতে যেতে পারবে	৪৯

১৫	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে কি না	৫০
১৬	অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি জানার পর প্রচার না করার পরকালিন পরিণতি	৫২
১৭	অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি প্রচার করার দুনিয়ার কল্যাণ	৫৪
১৮	এক ব্যক্তির কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা	৫৪
১৯	শেষ কথা	৫৬

সারসংক্ষেপ

প্রচলিত ধারণা হলো- অমুসলিম পরিবারের সকল মানুষ কাফির ও জাহান্নামী। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- অমুসলিম পরিবারে মানুষের অজানা (গোপন) মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে। যে সকল কাজ (আমল) প্রকাশ্যে করলে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ধরা পড়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে কঠিন অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হতে হবে, সে কাজগুলো তারা গোপনে করে। কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ক অনেক তথ্য বিভিন্নভাবে এবং স্পষ্ট করে উল্লেখিত আছে। কিন্তু মুসলিমরা সে তথ্যগুলো কেন প্রচার করে না তা অবাক করার মত বিষয়। ঐ তথ্যগুলো অমুসলিমদের না জানানোর কারণে পরকালে তারা আল্লাহর কাছে যে ফরিয়াদ করবে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা তার কী জাবাব দেবে সেটি আমি ভেবে পাই না। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যগুলো স্পষ্ট করে মানব সভ্যতার সামনে তুলে ধরার জন্য আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা। ইনশাআল্লাহ, বিষয়টি প্রচার পেলে মানব সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক বেড়ে যাবে। আর এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।
কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার

মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ০৪.১২.২০০৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রূটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
০৪.১২.২০০৬ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **‘Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন’** নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense–এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর তিনি আদমকে ‘সকল ইসম’ শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে ‘সকল ইসম’ শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ: (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে

বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩নং তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা: ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(আল ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: অব্যবহিত পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুক ইহুদী খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي .... فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* ওয়াবেসা (রা.) বলেন -... ... ... এরপর রাসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রাসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন -যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ♦ ইমাম আবূ ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (য়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

ব্যাখ্যা: নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে

আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনঃজিজ্ঞেস করলো, হে রাসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ♦ ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটির 'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে' অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ্ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিতি শিক্ষা: হাদীস তিনটিসহ আরো হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত উৎস।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে

চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.........

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর **কিয়াস** হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense –এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক

হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে **'ইজমা'** (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে '**কুরআন, সুন্নাহ ও** Common sense **ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্রটি/নীতিমালা** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যে কোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেয়া ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের ইজমা-কিয়াস দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে

মূল বিষয়

অমুসলিম পরিবারের অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, যারা নীতি নৈতিকতার দিক থেকে সৎ এবং নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন, কিন্তু বাহ্যত ঈমান আনার ঘোষণা দেননি। আবার পৃথিবীর কোথাও মানবতার ওপর অন্যায় হতে দেখলে তারা জোরালো প্রতিবাদও করেন। ঐ সকল কাজ করার সময় তারা মুসলিম বা অমুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না।

অমুসলিম পরিবারের ঐ সকল ব্যক্তি পরকালে জান্নাত পাবে কি না এ প্রশ্ন অনেকের মনে আছে এবং অনেকে প্রকাশ্যেই প্রশ্নটি করেন। সাধারণভাবে এ প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি যৌক্তিক না হওয়ায় অনেকেই তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাই কুরআন, হাদীস ও Common sense এর সরাসরি তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা মানব সভ্যতার সামনে তুলে ধরাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আশা করি বইটি পড়ে সবাই মনের মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। আর কেউ জানতে চাইলে, পুস্তিকাটি যার পড়া থাকবে তিনি প্রশ্নটির সঠিক উত্তর মনের প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা সহকারে দিতে পারবেন। অন্যদিকে বইটি মানব সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নত করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

প্রচলিত ধারণা হলো- অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি নেই। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়-

১. তারা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়নি
২. তাদের কাউকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখা যায় না।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে Common sense

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে Common sense এর আলোকে যা জানা ও বুঝা যায় তা হলো-

১. মুসলিম পরিবারে গোপন কাফির ও দোযখী ব্যক্তি (মুনাফিক) আছে। এটি সকলে জানে ও বিশ্বাস করে। তাহলে অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা খুবই সম্ভব।

২. মুসলিম সমাজে থাকা মুনাফিক ব্যক্তি হলো তারা যারা-

- মনে ঈমান আনে নি কিন্তু মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয়
- অনিচ্ছাসহকারে প্রকাশ্যে ইসলামের কিছু আমল পালন করে
- গোপনে ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ইসলামের অনেক আমল অমান্য করে।

তাহলে অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি হবে তারা, যারা-

- মনে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের কারণে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে পারে না
- ওজরের কারণে, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায় থেকে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত থাকে
- গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে। যেমন- তারা যাকাত দেয়, কিন্তু মুখে বলে মানব কল্যাণমূলক কাজ করছি।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে। আর সে ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হলো-

- মনে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের কারণে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পারে না
- ওজরের কারণে, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায় থেকে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত থাকে
- গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী থাকা সম্পর্কিত কুরআনের তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা প্রকৃত তথ্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। এ

কারণে, বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see।

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াত অনুযায়ী- একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে- কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কী? না তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো- Common sense নামক জ্ঞানের উৎসটিকে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান, রুহের জগতে নিজে ক্লাস নিয়ে এবং পরে ভ্রুণ অবস্থায় ইলহামের মাধ্যমে সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনের তথ্য পুস্তিকার তথ্যের উৎসের Common sense বিভগে আলোচনা করা হয়েছে।

এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়।

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কীভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)।

(আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ... ...

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (উৎকর্ষিত করে) দেবেন ... ...

(আল আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যয়ন করা
২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা।

তাই, এ আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হলো- ওপরে উল্লিখিত উপায়সমুহে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়।

উল্লিখিত আয়াতসূহের আলোকে তাই বলা যায়- ওপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে Common sense-কে যতো উৎকর্ষিত করা যাবে কুরআন (ও সুন্নাহ) ততো ভালো বুঝা ও ব্যাখ্যা করা যাবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কিত Common sense-এর তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই, এখন আমাদের পক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে (ও হাদীস) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু'একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি (Principle) অবশ্যই জানতে হবে। কোনো ব্যক্তির কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও তার যদি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি জানা না থাকে তবে সে কুরআনের অনেক বিষয়ে ইসলামের সঠিক রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন একজন সার্জারী চিকিৎসকের সার্জারীর অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারীর মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

কুরআনে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সে নীতিমালা বর্তমান কালের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণা মতে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে সে মূল নীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন
৫. ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছে থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা

৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞানের সাথে বাকি ৭টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো-

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)’** (গবেষণা সিরিজ-১২) বইটিতে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকা সম্পর্কে কুরআন

তথ্য-১

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ

অনুবাদ: ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিলো এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিলো সে বললো- তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে?

(আল মু'মিন/৪০ : ২৮)

ব্যাখ্যা: ফিরাউন বংশ হলো কাফির বংশ। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে- কাফির পরিবারে গোপন মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-২

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

অনুবাদ: আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো; তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

(আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত হতে জানা যায়- আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৩

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ . يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

অনুবাদ: তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খ্রিস্টান) মধ্যে একটি দল (ঈমানের ওপর) প্রতিষ্ঠিত, তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে,

সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ করতে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে; তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর তারা কল্যাণকর যে কাজই করুক তা কখনও অস্বীকার করা হবে না; আর আল্লাহ তা'য়ালা আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সব খবর রাখেন।

(আলে-ইমরান/৩ : ১১৩-১১৫)

ব্যাখ্যা: আয়াত তিনখানির মাধ্যমে আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা একটি দল সম্পর্কে নিম্নের কথাগুলো জানিয়ে দেয়া হয়েছে-

১. তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে।

২. পরকালের প্রতি ঈমান রাখে।

৩. তারা রাতে কুরআন তিলাওয়াত করে।
অর্থাৎ তারা গোপনে কুরআন অধ্যয়ন করে।

৪. রাতে সেজদা করে।
অর্থাৎ তারা গোপনে সালাত আদায় করে। তবে তাদের সালাতের অনুষ্ঠান (এবং অন্য আমলের অনুষ্ঠান) সাধারণ মুসলিমদের সালাতের অনুষ্ঠানের মতো নয়। কারণ, তারা যাদি ঘরের মধ্যেও সাধারণ মুসলিমদের মতো রুকু সিজদা করে সালাত আদায় করে তবে কেউ জানালা দিয়ে দেখে বুঝে ফেলতে পারে যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েছে। ফলে নানা ধরনের অত্যাচার শুরু হয়ে যাবে।

৪. তারা ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন করে এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে বা প্রতিরোধ করে।

৫. তারা মানব কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকে।

৬. তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

৬. তাদের করা কল্যাণকর কোনো কাজ অস্বীকার করা হবে না।
অর্থাৎ তাদের করা সকল নেক কাজের পুরস্কার আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে দেবেন। আর আখিরাতে পুরস্কার পাওয়ার অর্থ জান্নাত পাওয়া।

৭. তারা আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী)।

তথ্য-৪

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ ط لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ط أُولٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না; এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(আলে-ইমরান/৩ :১৯৯)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে আহলি কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত থাকা একটি দল সম্পর্কে নিন্মের কথাগুলো জানিয়ে দেয়া হয়েছে-

১. তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে
২. কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে
৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে
৪. তারা আল্লাহর আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান।
অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআন (যার সত্যতার কথা তাদের কিতাবেও উল্লেখ আছে) নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে।
৫. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না।
অর্থাৎ তারা ছোট-খাট ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। শুধু বড় ওজর (বাধ্য-বাধকতা) থাকলে তেমনটি করে। আর সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে কুরআনের আদেশ অমান্য করলে গুনাহ হবে না বলে আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।
৬. ঐ *ধরনের* ইহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার (জান্নাত) রয়েছে।

তথ্য-৫

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا . هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

অনুবাদ: তিনি মক্কার উপকণ্ঠে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। পরবর্তীতে তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার জন্য; আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ পুরোপুরি দেখেন। তারাই কুফরী

করেছে ও নিবৃত্ত করেছিলো তোমাদের মসজিদুল-হারাম হতে এবং বাঁধা দিয়েছিলো কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে; আর (তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো) যদি না থাকতো এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদের তোমরা জানতে না; তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত (গুনাহগার) হতে; (যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এজন্য) যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন; যদি তারা পৃথক হতো তাহলে আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

(আল-ফাতহ/৪৮: ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা: ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বাদ মাসে রাসূল (সা.) মক্কায় কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করে যখন মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন সূরা আল-ফাতহ নাযিল হয়। রাসূল (সা.) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে কুরবানীর পশুসহ হুদায়বিয়া পর্যন্ত পৌঁছান। কিন্তু মক্কার কাফিররা মক্কায় ঢুকতে বাধার সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হয়। এই সন্ধিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হওয়ার পেছনে থাকা কল্যাণকর কারণের মধ্যে একটি ছিল ইসলাম প্রচারের সুবিধা হওয়া। যার ফলে বেশি বেশি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায় এবং চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মক্কা বিজয় সহজ হয়। হুদায়বিয়ায় সন্ধির এ দিকটি বহুল প্রচারিত। কিন্তু হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হতে দেয়ার পেছনে অন্য যে কারণটি ছিল এবং মহান আল্লাহ সেটি আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তা তেমন প্রচার পায়নি।

মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন, তখন মক্কার কিছু মু'মিন পুরুষ ও নারী ছিল যাদের ব্যাপারে সাহাবাগণ জানতেন না। কারণ, তারা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়নি এবং প্রকাশ্যে এমন আমল করা থেকে বিরত থাকতো যা দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে তারা ঈমান এনেছে। যুদ্ধ হলে মুসলিমরা অজ্ঞতাবশত ঐ মু'মিনদের হত্যা বা আহত করে বসতো এবং এর ফলে তারা বড় গুনাহগার হতো। এই গুনাহ থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্যেই হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ হতে দেননি বলে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঐ সময় মক্কায় প্রায় সব মানুষ ছিল মুশরিক। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মুশরিক তথা অমুসলিম পরিবার বা সমাজে গোপন তথা মানুষের অজানা মু'মিন নারী-পুরুষ আছে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ পাঁচটি তথ্যে থাকা আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- কাফির, আহলে কিতাব ও মুশরিক তথা অমুসলিম পরিবার বা সমাজে গোপন (মানুষের অজানা) মু'মিন ও বেহেশতি ব্যক্তি আছে।

তথ্য-৬

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে; আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

(আল-বাকারা/২ : ৬২)

তথ্য-৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদী, সাবেয়ী ও খ্রিষ্টান যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

(আল-মায়েদা/৫ : ৬৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: অব্যবহিত পূর্বের আয়াত দু'খানির মূল বক্তব্য ও শিক্ষা অভিন্ন। শুধু দ্বিতীয় আয়াতখানিতে 'তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে' কথাটি নেই।

ভাসাভাসাভাবে পড়লে মনে হতে পারে খ্রিস্টান, ইহুদি ও সাবেয়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তারা পরকালে জান্নাতে যাবে। কিন্তু কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন বা কুরআন ব্যাখ্যার প্রকৃত নীতিমালা অনুসরণ করলে আয়াত দু'খানি থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসার কোনো সুযোগ নেই।

কুরআনের জ্ঞান অর্জন বা কুরআন ব্যাখ্যার ১ ও ২ নং নীতি হলো-

১. কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো।

তাই আলোচ্য দু'খানি আয়াতের ব্যাখ্যা এমন হতে হবে যেন তা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি তথ্যের আয়াতসমূহের বক্তব্যের সম্পূরক হয় এবং বিরোধী না হয়।

আয়াত দু'খানির শানে নুযুল হলো- ইহুদীরা মনে করতো তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই আকিদা, বিশ্বাস ও কর্ম যাই হোক না কেন তাদের সম্প্রদায়ের লোক পরকালে জান্নাত পাবে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক জান্নাত পাবে না।

আয়াত দু'খানিতে, ভয় না পাওয়া ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া তথা পরকালে জান্নাত পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে কিছু ব্যক্তিদের জন্য। আর ঐ সকল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট বলা হয়েছে এভাবে- 'যারা ঈমান এনেছে এবং ইহুদী, খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে'।

তাই, আয়াত দু'খানিতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, চার সম্প্রদায়ের মানুষ কী শর্ত পূরণ করতে পারলে জান্নাত পাবে। সম্প্রদায় চারটি হলো-

১. যারা ঈমান এনেছে। অর্থাৎ যারা কুরআন ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে তথা মুসলিম সম্প্রদায়
২. ইহুদী সম্প্রদায়
৩. খ্রিস্টান সম্প্রদায়
৪. সাবেঈন সম্প্রদায়।

এরপর আয়াত দু'খানিতে ঐ চার সম্প্রদায়ের মানুষের জান্নাত পাওয়ার শর্ত বলে দেয়া হয়েছে এভাবে- 'আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা এবং সৎকাজ করা'। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো- আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনা তথা আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের বক্তব্যকে বিশ্বাস করা এবং কাজের মাধ্যমে সে বিশ্বাসের প্রমাণ দেখানো।

আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন। ব্যবহারিক গ্রন্থের বিষয়ে চিরসত্য বিধান হলো- নতুন সংস্করণ আসলে পূর্ববর্তী সংস্করণ বাতিল হয়ে যায়। অন্যদিকে আল কুরআন, মুসলিদের জন্য পূর্ববর্তী কিতাব ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক করেছে। আর বর্তমানে এটি নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে- সকল বড় ঐশী গ্রন্থে (তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি) কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত আছে।

তাই, আয়াত দু'খানির বক্তব্য অনুযায়ী উল্লিখিত চার সম্প্রদায়ের মানুষের জান্নাত পাওয়ার শর্ত হবে-

১. মুসলিমদেরকে কুরআন ও অন্য সকল মূল ঐশী গ্রন্থ এবং রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এবং অন্য সকল নবী-রাসূল (আ.)-কে বিশ্বাস করতে হবে। তবে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার জন্য কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করতে হবে

২. ইহুদী, খ্রিষ্টান ও সাবেয়ী সম্প্রদায়ের মানুষদের তাদের কিতাব এবং কুরআন ও অন্য সকল মূল ঐশী গ্রন্থ এবং তাদের নবী বা রাসূল ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এবং অন্য সকল নবী-রাসূল (আ.)-কে বিশ্বাস করতে হবে। তবে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার জন্য কুরআন ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করতে হবে।

তাই, কুরআন তাফসীরের নীতিমালার আলোকে- আলোচ্য আয়াত দু'খানি অনুযায়ীও ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবেঈন সম্প্রদায়ের লোকদের জান্নাত পেতে হলে সূরা আলে ইমারানের ১৯৯ ও ১১৩-১১৫ নং আয়াতে উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি থাকা না থাকা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায় বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। ঐ রায় অনুযায়ী অমুসলিম পরিবারে থাকা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যের সারসংক্ষেপ হলো-

১. তারা অন্তরে ঈমান আনে কিন্তু ওজরের কারণে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে পারে না

২. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না। কিন্তু গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

আর ঐ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিতরূপ হলো-

১. আল্লাহর ওপর ঈমান থাকা
২. আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ কুরআন এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর ঈমান থাকা
৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবের ওপরও ঈমান থাকা
৪. গোপনে কুরআন তিলাওয়াত ও সিজদাকারী হওয়া। অর্থাৎ যে সকল আমল প্রকাশ্যে পালন করলে ধরা পড়ে যেতে পারে সে সকল আমল গোপনে পালন করা
৫. সৎকাজ (নেক আমল) করতে প্রতিযোগিতা করা
৬. আল্লাহ তথা কুরআনের আদেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া
৭. সামান্য (ছোট-খাট) ওজরে আল্লাহ তথা কুরআনের আদেশ অমান্য না করা। অর্থাৎ শুধু বড় বা সমানুপাতিক ওজরের কারণে কুরআনের আদেশ অমান্য করা।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয় অবশ্যই হাদীসে আছে। কারণ, রাসূল (সা.)-এর মূল কাজই ছিল কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করা। আর কুরআনের বিপরীত কথা রাসূল (সা.)-এর হাদীস হতে পারে না। কারণ, কুরআনের বিপরীত কথা রাসূল (সা.) বললে তাঁকে হত্যা করা হতো বলে কুরআন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে। চলুন এখন উল্লিখিত চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস দেখা যাক-

হাদীস-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي.

অনুবাদ: যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বললেন- আজ আবিসিনিয়ার এক নেকব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা এসো এবং তার জানাযা পড়ো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম।

অতঃপর নবী (সা.) তার জানাযা পড়লেন এবং আমরা কাতারে ছিলাম। আবু জুবাইর যাবির থেকে বর্ণনা করে বলেছেন- আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

(আল মাকতাবা আশ-শামেলা, সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১২৫৭)

হাদীস-২

فَقَدْ رَوَى ابْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ فِيْ التَّفْسِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ ثَابِتٍ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ الأَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى عَلَى النَّجَّاشِى قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ :صَلَّى عَلَى عِلْجٍ مِنَ الْحَبَشَةِ فَنَزَلَ : وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ ط لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ط أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অনুবাদ: ইবনে আবু হাতেম ছাবিত এর সূত্রে, দারু কুতনি আফরাদে এবং বাযযার হুমাইদ সূত্রে, উভয়েই আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন- নবী (সা.) যখন নাজ্জাশীর জানাজা পড়লেন তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন- তিনি (রাসূল সা.) একজন অবিশ্বাসীর জানাজা পড়েছেন। তখন নাযিল হয়- 'আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না; এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার; নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী'(আলে-ইমরান/৩: ১৯৯)।

(দারু কুতনী, বাযযার)

হাদীস দু'টির সম্মিলিত ব্যাখ্যা

রাসূল (সা.) নিজে সাহাবীদের ডেকে যে ব্যক্তির জানাজা পড়েছেন তিনি অবশ্যই মু'মিন, মুসলিম ও জান্নাতী ব্যক্তি। নাজ্জাশী আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন এবং খ্রিস্টান পরিবার ও সমাজে বসবাস করতেন। সাধারণ মানুষেরা জানতো না যে তিনি ঈমান এনে মুসলিম হয়েছেন। এ কারণে রাসূল (সা.) কে তার জানাজা পড়াতে দেখে কোনো কোনো সাহাবী বলেছিলেন, রাসূল (সা.) আজ একজন কাফিরের জানাজা পড়ালেন।

এ দু'খানি হাদীস থেকেও তাই স্পষ্ট বোঝা যায় অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

মুসলিম ও অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমের ধারণা একই মানদণ্ডে বিচার করে পরকালে সকল মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

যে সকল উপশিরনামে বিষয়টি আলোচনা করা হবে-

ক. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ডের সামগ্রিক পর্যালোচনা

খ. ইসলামের যে বিষয়গুলো মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ও জানান নি

গ. নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার নীতিমালা

ঘ. পরকালে আমলনামায় থাকা নেকী ও গুনাহর ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নাম পাওয়ার নীতিমালা

ঙ. ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড

চ. ইসলাম সম্পর্কে জানতে না পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড।

ক. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ডের সামগ্রিক পর্যালোচনা

Common sense

ইসলাম সঠিকভাবে পালন করতে হলে প্রথমে ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে হবে। অন্যদিকে ইসলাম জানার একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের ভাষা আরবী। আবার কুরআন কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার (সুন্নাহ) জন্য আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত ব্যক্তির (রাসূল মুহাম্মাদ সা.) ভাষাও আরবী। আবার জন্মের স্থান ও পরিবারের কারণে মানব শিশুর ইসলাম শেখা ও পালনের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অনেক তারতম্য হয়। যেমন-

১. মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যেমন- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করতে দেখে। তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে ইসলামের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়। ফলে তার পক্ষে ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা সহজ হয় এবং না মানা কঠিন

হয়। অর্থাৎ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

অপরদিকে অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশু- জন্মের পর থেকে তার মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজনকে ইসলাম বিরুদ্ধ বিভিন্ন কাজ যেমন- পূঁজা করা, গির্জায় যাওয়া, শুকরের গোশতো খাওয়া, মদ খাওয়াসহ ইত্যাদি করতে দেখে। তাদের উপদেশ, আদেশ, শাসন ইত্যাদি থেকে তাদের ধর্মের নানা বিষয় শোনে বা জানতে পারে এবং তা পালন করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হয়। বড় হয়ে মিডিয়া, বই বা কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও ইসলাম পালন করতে গেলে তাকে নানা ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। সে বাঁধার মধ্যে থাকতে পারে- তিরস্কার, নির্যাতন, বহিষ্কার, সম্পর্ক ছেদ, সহায়-সম্পত্তি হারানো, হত্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা ইসলাম জানা, গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে অনেক অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।

২. আরব দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের মাতৃভাষার কারণে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বুঝা ও পালন করা অনেক সহজ হয়। পক্ষান্তরে অনারব দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের মাতৃভাষার কারণে কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বুঝা ও পালন করা অনেক কঠিন হয়।

৩. ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মাতা পিতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বুঝা ও পালন করা অনেক সহজ হয়। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মাতা পিতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বুঝা ও পালন করা অনেক কঠিন হয়।

৪. ধনী পিতা মাতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বুঝা ও পালন করা অনেক সহজ হয়। পক্ষান্তরে গরীব পিতা মাতার সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ জানা, বুঝা ও পালন করা অনেক কঠিন হয়।

৫. মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া মেধার মধ্যেও পার্থক্য থাকে।

অন্যদিকে-

১. কোনো মানব শিশু নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘর, আরব বা অনারব দেশ, ইসলামী বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত পিতা মাতা অথবা ধনী বা গরীব পিতা মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান।

২. মহান আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক।

তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়-

১. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

২. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগতভাবে পাওয়া মেধার ভিত্তিতে মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

৩. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগত মেধার ভিত্তিতে অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

♣♣ ২৪পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়-

১. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

২. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগতভাবে পাওয়া মেধার ভিত্তিতে মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

৩. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগত মেধার ভিত্তিতে অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

আল কুরআন

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অনুবাদ: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

(আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষের একজনকে অন্যজনের তুলনায় জন্মগতভাবে কিছু কিছু দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলেছেন ঐ সুযোগ-সুবিধার কথা

বিবেচনায় রেখেই তিনি পরকালে মানুষের বিচার করবেন তথা পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

আয়াতখানির ভিত্তিতে অতিসহজে বলা যায়-

১. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।
২. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগতভাবে পাওয়া মেধার ভিত্তিতে মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।
৩. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগত মেধার ভিত্তিতে অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়- মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।
২. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগতভাবে পাওয়া মেধার ভিত্তিতে মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।
৩. মাতৃভাষা, পিতা-মাতার শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যক্তির জন্মগত মেধার ভিত্তিতে অমুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া মানুষদেরও পরকালিন বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন হবে।

খ. ইসলামের যে বিষয়গুলো মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ও জানান নি

মানব জীবনের বিষয়গুলো চারভাগে বিভক্ত-

১. **উপাসনা বিভাগ:** এ বিভাগের কাজগুলো হলো- কুরআন তিলাওয়াত (কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা), ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানি, যিকির-আযকার ইত্যাদি
২. **ন্যায় ও অন্যায় বিভাগ:** এ বিভাগের কাজগুলো হলো- সত্য বলা, ওজনে কম না দেয়া, ঘুষ না খাওয়া, মানুষকে কথা বা কাজে, কষ্ট না দেয়া,

মানুষের উপকার করা, গরীব ও দুঃখীদের সাহায্য সহযোগিতা করা, দুর্নীতি না করা ইত্যাদি

৩. **শরীর-স্বাস্থ্য গঠন বিভাগ:** এ বিভাগের কাজগুলো হলো- খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি

৪. **পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক বিভাগ:** এ বিভাগের কাজগুলো হলো- সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি।

এ চার বিভাগের বিষয়ের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রথমে রুহের জগতে নিজে ক্লাস নিয়ে শিখিয়েছেন। তারপর সে জ্ঞান মানব ভ্রুণের ব্রেইনে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছেন। এ বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত পুস্তিকার তথ্যের উৎসের Common sense বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানের জন্মগতভাবে পাওয়া এ উৎসটি উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে। এ বিষয়টি এবং এর পদ্ধতিও মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- 'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু ও কেন' নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। আবার মানব জীবনের ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং অন্য তিন বিভাগের বিষয়গুলোকে মানুষ সৃষ্টির পাথেয় (উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম) এ বিষয়টি সারসংক্ষেপ আকারে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

অনুবাদ: তোমরা (মানব জাতি) সর্বোত্তম উম্মত (সৃষ্টিগত জাতি)। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

(আল-ইমরান/৩ : ১১০)

এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-১)।

রুহের জগতে অন্য একটি বিষয়ও মহান আল্লাহ সকল মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেটি হলো আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ)। তাই, এ বিষয়টিও Common sense তথা যুক্তি দিয়ে বুঝা যায়। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ .

অনুবাদ: আর (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক (ভ্রূণ অবস্থায়) আদম সন্তানের পাজর ও কোমরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পিঠের দিকে (অবস্থিত প্রজনন অঙ্গ) থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকেই (মানুষকেই) তাদের ওপর সাক্ষী রেখে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন (এবং জিজ্ঞাসা করলেন) আমি কি তোমাদের রব নই? তারা (মানুষ) বললো-অবশ্যই; (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ স্বীকারোক্তি নেয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে (তৌহিদ/আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ে) অজ্ঞ ছিলাম (তাই শিরক করেছি)। অথবা (এ স্বীকারোক্তি নেয়ার অন্য একটি কারণ) তোমরা যেন না বলতে পারো, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের পূর্বে শিরক করেছে আর আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কী বাতিলপন্থীরা (সঠিক জ্ঞান না জানা পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে (ও আমাদের শিখিয়েছে) তার জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(আল আ'রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- রুহের জগতে সাক্ষী রেখে ও স্বীকারোক্তি নিয়ে ২টি বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন-

১. তৌহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)

২. বাপ, দাদা ও মনীষীদের (আকাবের) অন্ধঅনুসণের ক্ষতি।

গ. নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার নীতিমালা

ইসলামী জীবন বিধানে নিষিদ্ধ কাজ করলেই গুনাহ হয় না। নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার উপস্থিতি ও মাত্রার ওপর। আর ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার উপস্থিতির ভিত্তিতে বড় ও ছোট নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার নীতিমালা হলো নিম্নরূপ-

বড় নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার নীতিমালা

বড় নিষিদ্ধ কাজ হলো- শিরক করা, সালাত না পড়া, মিথ্যা কথা বলা, ঘুষ খাওয়া, মানুষকে কষ্ট দেয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা ইত্যাদি। কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী এ ধরনের নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার নীতিমালা হলো-

১. জীবন বাঁচানো তথা বড় গুরুত্বের ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে গুনাহ হবে না

২. প্রায় জীবন বাঁচানো গুরুত্বের ওজর এবং অনেক অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হবে

৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হবে

৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে

৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে চুরি করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

ছোট নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার নীতিমালা

ছোট নিষিদ্ধ কাজ হলো- টুপি মাথায় না দেয়া, দাড়ি না রাখা, সুন্নাত বা নফল সালাত না পড়া ইত্যাদি। কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী এ ধরনের নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার নীতিমালা হলো-

১. সমান গুরুত্ব তথা ছোট গুরুত্বের ওজর এবং অল্প পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় টুপি মাথায় না দিলে গুনাহ হবে না

২. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় টুপি মাথায় না দিলে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হবে। তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, কিছু গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে টুপি মাথায় দেয়া কাজটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে

৩. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকরে, খুশীমনে টুপি মাথায় না দিলে বা টুপি মাথায় দেয়াকে কটাক্ষ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ (কুফরীর গুনাহ) হবে

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কারা হয়েছে- গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

ঘ. পরকালে আমলনামায় থাকা নেকী ও গুনাহর ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নাম পাওয়ার নীতিমালা

কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী পরকালে আমলনামায় থাকা গুনাহর ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নাম পাওয়ার নীতিমালা হলো-

১. কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে কৃত তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে গেলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে

২. আমলনামায় মধ্যম বা ছগীরা গুনাহ থাকলে শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে মু'মিন ব্যক্তি চিরকাল জান্নাত পেয়ে যাবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কারা হয়েছে- কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি? (গবেষণা সিরিজ-২০) এবং শাফায়াতের মাধ্যমে সুন্নাহ কবীরাহ গুনাহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি? (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বই দু'টিতে।

ঙ. ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড

ওপরের চারটি বিভাগের তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে যে সকল অমুসলিম ইসলাম কোনো না কোনোভাবে জানতে পেরেছে, তাদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে যা বলা যায় তা হলো-

১. মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের যে পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে বড় নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হয় না বা কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ হয়, এ বিভাগের অমুসলিমদের তার চেয়ে কম পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হবে না বা কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ হবে।

২. মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের যে পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে ছোট নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হয় না বা ছগীরা ও কুফরির গুনাহ হয়, এ বিভাগের অমুসলিমদের তার চেয়ে কম পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে ছোট নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হবে না বা ছগীরা গুনাহ বা সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৩. দুনিয়ায় এ বিভাগের অমুসলিমদের যে উপাসনামূলক আমলগুলো পালন করা সম্ভব তা পালন করতে হবে। তবে সেগুলো পালন করার স্থান ও ধরণ ভিন্ন হবে।

চ. ইসলাম সম্পর্কে জানতে না পারা অমুসলিমদের পরকালিন বিচারের মানদণ্ড

তথ্যপ্রযুক্তি যতো উন্নত হবে এ ধরনের অমুসলিমদের সংখ্যা ততো কমবে। অতীতে এ ধরনের অমুসলিম অনেক ছিল। বর্তমানে অল্প হলেও আছে। আর কখনো এদের সংখ্যা শুন্য হবে না।

জীবনের যে বিষয়গুলো জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense দিয়ে জানা সম্ভব নয় সে সকল বিষয়ের ব্যাপারে এ ধরনের অমুসলিমদের পরকালে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে আল্লাহর একত্ববাদ (তৌহিদ) ও ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোর বিষয়ে পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, এগুলো Common sense দিয়ে জানা বা বোঝা সম্ভব।

যে বিষয়গুলো অমুসলিম বা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা কোনোভাবে জানতে পারেনি সেগুলো করা বা না করার ভিত্তিতে পরকালে তাদের শাস্তি পেতে হবে না এ তথ্যটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অনুবাদ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতোক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অনুবাদ: আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতোক্ষণ না কোনো সতর্ককারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

অনুবাদ: এটি (দ্বীন জানিয়ে দেয়া) এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না।

(আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা: এ ৩টি আয়াত থেকে জানা যায়- যে ব্যক্তি একটি বিষয় কোনোভাবে জানতে পারেনি তাকে ইসলাম পালন না করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা শাস্তি দেবেন না।

জীবনের কোনো সময়ে ঈমান আনলে ও আমল করলে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা জান্নাতে যেতে পারবে

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অনুবাদ: অবশ্যই আল্লাহ সেসব লোকের তাওবা কবুল করেন যারা জাহালাত (অজ্ঞতা, ভুল, লোভ, লালসা ইত্যাদি) বশত মন্দ কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহর কাজ করে যেতে থাকে যতোক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে, নিশ্চয় আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়; তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(আন-নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন- যারা অজ্ঞতা, ধোঁকা, ভুল ইত্যাদি কারণে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তওবা করে ফিরে আসে তিনি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর দ্বিতীয় আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুই ধরনের মানুষের তওবা তিনি কবুল করবেন না। তারা হচ্ছে-

১. যে সকল মু'মিন গুনাহ করে যেতে থাকে এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা করে
২. যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা যায়- অমুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে ঈমান এনে নেক আমল করে মৃত্যুবরণ করতে পারে তবে মহান আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাকে জান্নাত দান করবেন। আর Common sense-এর আলোকে বুঝা যায়- মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে বলতে সে সময় বুঝাবে যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও শক্তি এ পরিমাণ

উপস্থিত আছে যে, ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সে গুনাহর কাজ করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে কি না

কেউ কেউ বলে থাকেন বা বলতে পারেন- যে সকল আয়াতে বলা হয়েছে অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে, সে সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে না। ঐ সকল আয়াতের শিক্ষা শুধু ইসলাম আসার পূর্বের সময়কালের মানুষদের জন্যে প্রযোজ্য হবে। তাই চলুন এ বিষয়টি এখন কুরআন, হাদীস ও Common sense এর আলোকে পর্যালোচনা করা করা যাক।

Common sense

আল কুরআনের অনেক আয়াতে রাসূল (সা.) এর সময় বা তার পূর্বের আহলি-কিতাব, মুশরিক বা অন্য জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সকল আয়াত হতে শিক্ষা না থাকলে তা পড়তে ও লিখতে গিয়ে বর্তমানের মুসলিমদের যে বিপুল সময়, কাগজ, কলম ও কালি ব্যয় হচ্ছে তা অপচয় হচ্ছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, অপচয়কারী শয়তানের ভাই (বনীইসরাইল/১৭ : ২৭)। তাই ঐ সকল আয়াত হতে বর্তমান যুগের মানুষদের শিক্ষা আছে। কারণ তা না থাকলে আল্লাহ তা'য়ালার ঐ বক্তব্য অসত্য হয়ে যায় (নাউজুবিল্লাহ)।

আল কুরআন

তথ্য-১

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا .

অনুবাদ: এটাই আল্লাহর রীতি পূর্ব থেকে চলে আসছে; আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(আল ফাতাহ/৪৮ : ২৩)

তথ্য-২

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

অনুবাদ: আমাদের রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল, আর তুমি আমাদের নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৭)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এ দু'টি এবং এ ধরনের আরো আয়াতের মাধ্যমে কুরআন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে- ইসলামের মূলনীতি পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিন্ন।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً .

অনুবাদ: এটাই আল্লাহর নীতি পূর্ব থেকে চলে আসছে; আর তুমি আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(আল-ফাত্‌হ্/৪৮ : ২৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে- তিনি কিছু মূলনীতির মাধ্যমে মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন। ঐ মূলনীতিগুলোর কোনো পরিবর্তন তিনি করেন না। অর্থাৎ পূর্বেও ঐগুলো যা ছিল এখনও সেগুলো তাই আছে।

আল্লাহর ঐ মূলনীতির একটি হচ্ছে- যে সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারেই জন্মগ্রহণ ও বসবাস হোক না কেন মানুষ যদি আল্লাহ্, পরকাল, পূর্বে ও তার সময়ে নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করে, ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে, মানব কল্যাণমূলক কাজ করে এবং সমানুপাতিক, বড় বা মধ্যম গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তার সময়ে নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাবের আদেশ-নিষেধ না ছাড়ে তবে সে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে এবং পরকালে জান্নাত পাবে।

তথ্য-২

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ .

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ .

অনুবাদ: আর অবশ্যই তোমরা তাদের সম্পর্কে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিলো, তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম- তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ (সচেতন হওয়ার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়) বানিয়েছি।

(আল-বাকারা/২ : ৬৫, ৬৬)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার জন্যে ইহুদী জাতিকে দেয়া একটি শাস্তির কথা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে

জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ঘটনা থেকে তখনকার এবং পরবর্তীতে আসা সকল মানুষের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।

তথ্য-৩

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ.

অনুবাদ: অবশ্যই তাদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; এটা (কুরআন) কোনো মনগড়া রচনা নয় বরং এটি এর সামনে যা আছে (পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ) তার সত্যায়নকারী, (মানুষের উভয় জীবনের সফলতার জন্য প্রথম স্তরের মৌলিক) সকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ।

(আল ইউসূফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনে কোনো ঘটনা, কাহিনী, উদাহরণ বা বক্তব্য তিনি বিনা প্রয়োজনে উল্লেখ করেননি। তিনি এটিও জানিয়ে দিয়েছেন ঐ সকল বিষয়ে সকল যুগের জ্ঞানীদের জন্যে শিক্ষা আছে এবং তা একটি অন্যটির সত্যতার সাক্ষ্য এবং একটি অন্যটির ব্যাখ্যা।

♣♣ আল কুরআন ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা যায় যে- অমুসলিম সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ও বসবাস করা ব্যক্তিদের মধ্যে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি থাকার তথ্যসম্বলিত যে সকল আয়াত কুরআনে আছে তার শিক্ষা বর্তমানে প্রযোজ্য আছে এবং ভবিষ্যৎকালেও প্রযোজ্য থাকবে।

অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি জানার পর প্রচার না করার পরকালিন পরিণতি

তথ্য-১

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ۙ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (ছোটো ক্ষতি এড়ানো তথা ছোট ওজরের কারণে ঐরকমটি করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না,

আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (ছোটখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(আল-বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জানার পর যারা কুরআনের কোনো তথ্য ছোটোখাটো ওজরের কারণে অন্যকে জানাবে না, পরকালে তার ছোটো গুনাহও মাফ করা হবে না এবং তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে তথা দোযখে যেতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা) মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বিষয়াদি ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আর (যা গোপন করেছিল তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করব; আর আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(আল বাকারা/২ : ১৫৯, ১৬০)

ব্যাখ্যা: এ দু'খানি আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, জানার পরে যারা কুরআনের কোনো তথ্য গোপন করে তাদের ওপর আল্লাহ তা'য়ালা নিজে এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরা অভিশাপ দেন। তবে যারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

♣♣ এ সকল আয়াতের আলোকে সহজেই বলা যায়, অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াতসমূহের বক্তব্য জানার পর, বড় ওজর ছাড়া যারা তা অন্যকে জানাবে না, মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তওবা এবং তথ্যটি প্রচার না করে গেলে তাদেরকে দোযখে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটি প্রচার করার দুনিয়ার কল্যাণ

আল কুরআনের সকল আদেশ-নিষেধ, বক্তব্য ও তথ্য মানুষের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে। অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি থাকার তথ্যটিও এ গুণের অধিকারী। এ তথ্য প্রচার করলে দুনিয়ায় নিম্নোক্ত কল্যাণগুলো হবে-

১. তথ্যটি জানা থাকলে অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের ঘৃণাভাব কমে যাবে। কারণ, ব্যক্তি মুসলিম সবসময় ভাববে অমুসলিম ব্যক্তিটি গোপন মু'মিন হতে পারে
২. অনেক অমুসলিম গোপনে ঈমান আনবে ও বিভিন্নভাবে ইসলাম বা মুসলিমদের সহায়তা করবে। ফলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে
৩. সমাজের মধ্যকার বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী লোকদের আন্তঃ ধর্মীয় সম্প্রীতি অনেক বেড়ে যাবে।

এক ব্যক্তির কুরআন ও বর্তমান মুসলিমদের নিয়ে লেখা কবিতা ও তার পর্যালোচনা

কবিতাখানি হলো নিম্নরূপ:

আমাল কি কিতাব থি
দুয়া কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book of Command for action
You turned it into a book of prayer
মানার কিতাব ছিল
তোমরা তাকে দোয়ার বই বানিয়েছো

শামঝনে কি কিতাব থি
পার্হনে কি কিতাব বানা দিয়া
It was a Book for understanding
You read it without understanding
বুঝার কিতাব ছিল
তোমরা তাকে পড়ার বই বানিয়েছো

জিন্দাওন কা দাস্তুর থা
মুর্দান কা মানশোর বানা দিয়া
It was a code for the living
You turned it into a manifesto of the dead
জীবিত মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ছিল
তোমরা তাকে মৃত মানুষের লিখিত ঘোষণা বানিয়েছো

জো ইলম কি কিতাব থি
উসে লা-ইলম কে হাথ থামা দিয়া
It was a Book of knowledge
You abdicated it to the ignoramus
যা জ্ঞানের কিতাব ছিল
তোমরা তাকে অজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়েছো

তাসখীর-ই-কায়েনাত কা দার্স দেনে আয়ি থি
শির্ফ মাদ্রাসা ওকা নিসাব বানা দিয়া
It came to give knowledge of Creation
You abandoned it to the madrasa
যা সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মাদ্রাসায় রেখে দিয়েছো

মুর্দা কাউমন কা জিন্দা কার্নে আয়ি থি
মুর্দান কা বাখশাওনে পার লাগা দিয়া
It came to give life to dead nations
You used it for seeking mercy for the dead
যা মৃত জাতিকে জীবন দিতে এসেছিল
তোমরা তাকে মৃতদের অপরাধ মাফ করিয়ে নেয়ার বিষয় বানিয়েছো

আয়ে মুসাল্মান ইয়ে তুমনে কিয়া কিয়া?
O' Muslims! What have you done?
হে মুসলিম জাতি এটি তোমরা কি করেছো?

যদি প্রশ্ন করা হয় এ কবিতাখানির লেখক মু'মিন না কাফির। আমার মনে হয় সকল মুসলিম উত্তর দেবেন মু'মিন। কিন্তু কবিতাখানির লেখক হলেন- ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা। তাহলে ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা মু'মিন ও জান্নাতী, না কাফির ও জাহান্নামী? এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে- ড. পণ্ডিত শংকর দয়াল শর্মা মু'মিন ও জান্নাতী। কারণ, মনের খবর শুধু আল্লাহ তা'য়ালই জানেন। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে যে, অমুসলিম পরিবার ও সমাজে গোপন মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে।

শেষ কথা

পুস্তিকাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে Common sense ধারণকারী যে কোনো মানুষের এটি বোঝা মোটেই কঠিন হওয়ার কথা নয় যে, অমুসলিম পরিবারে গোপন মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে। আর এ তথ্য প্রচার পেলে মানব সভ্যতার অপরিসীম কল্যাণ হবে তাও বুঝা সহজ। ভাবতে অবাক লাগে এমন সহজ বোধগম্য, বাস্তব ও কল্যাণময় তথ্যগুলো আমরা কীভাবে হারিয়ে ফেললাম বা কেন মুসলিম সমাজে প্রচার পেল না।

অমুসলিমগণ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। তাদের জন্যে ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা কত কঠিন তা সাধারণ জ্ঞানের একজন মানুষেরও বোঝা অত্যন্ত সহজ। তাই আমরা যারা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করার অপরিসীম সৌভাগ্য অর্জন করেছি তাদের জন্যে অমুসলিমদের কাছে কথা, বক্তব্য, লেখনী ও কাজের মাধ্যমে ইসলামকে পৌঁছানো অত্যন্ত বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে জেনে-বুঝে এ দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন!

আপনাদের দোয়া চেয়ে এবং ভুল-ক্রটি ধরা পড়লে জানানোর অনুরোধ রেখে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষের শেষ ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৫টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

৬. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা,
  ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর

মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬

- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯
- **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল স্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মো: ০১৮২২১৬৮৯৫১, ০১৮৪০৭৪৭৩০৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী, মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আল বারাকা লাইব্রেরী**, চকবাজার,লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- **তাজমহল লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে), চাঁদপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮

খুলনা

- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্ত্বর, দড়াটানা, যশোর, মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২

- **এটসেটরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ
  মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- **আল আমিন লাইব্রেরী,** ২/৩ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
  মোবা: ০১৭১০৮৯০১৮২।
- **বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী**, ৪৬,৪৭ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট
  মোবা: ০১৩০৫৮১৩১১৬।
- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ,
  মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮।
- **রহমানিয়া লাইবেরী,** নতুন পৌরসভা রোড, হবিগঞ্জ, মোবা. ০১৭১৬৩২২৯৭৬।
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০।
- **বইঘর,** প্রেস ক্লাব মোড়, মৌলভীবাজার, মোবা. ০১৭১৩৮৬৪২০৮।

রাজশাহী

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী,
  মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **আল হামরা লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২
- **মিতা প্রকাশনী,** শাহী মসজিদের পার্শ্বে, ষ্টেশন রোড, রংপুর,
  মোবাইল:০১৭১৬৩০৪৯৬০